৩১-০৩-১৭ প্রাতঃ-মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বেহদের বাবার কাছ থেকে সর্বদা সুখী থাকার উত্তরাধিকার নিতে হলে যা কিছু খামতি আছে তাকে বের করে দাও, ভালো করে পড়ো এবং পড়াও।"

প্রশ্নঃ- বাবার সমান সেবার নিমিত্ত হওয়ার জন্য কোন্ মুখ্য গুণ থাকা প্রয়োজন ?

উত্তরঃ- সহনশীলতার গুণ। দেহের ওপর খুব বেশি মোহ রাখা যাবে না । যোগবলের সাহায্যে সব কাজ করো । যখন যোগবলের দ্বারা সমস্ত অসুখ সেরে যাবে তখন বাবার সমান সেবার নিমিত্ত হতে পারবে।

প্রশ্নঃ- কোন্ মহাপাপ হলে বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে যায় ?

উত্তরঃ- যদি বাবার হয়ে গিয়ে বাবার নিন্দা করে, বাধ্য এবং বিশ্বস্ত হওয়ার পরিবর্তে কোনো ভূতের বশীভূত হয়ে ডিসসার্ভিস করে, খারাপ আচরণ ত্যাগ না করে তবে এই মহাপাপের জন্য বুদ্ধিতে তালা লেগে যায়।

গীতঃ- কে এসেছে আমার মনের দুয়ারে...

ওম্ শান্তি। ভগবানুবাচ। বাচ্চারা জেনে গেছে যে নিরাকার যিনি পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর তিনি বসে আত্মাদের পড়ান। শাস্ত্র ইত্যাদি পড়া - এ সব হল ভক্তিমার্গ। সত্যযুগ বা ত্রেতাতে কেউ এইসব পড়েনা। দ্বাপর থেকে মানুষ এগুলো পড়তে শুরু করে। শাস্ত্র মানুষই বানিয়েছে, ভগবান নয়। ব্যাসদেব ভগবান নয়, তিনি তো মানুষ ছিলেন। নিরাকার, পরমপিতা, পরমাত্মাকে সবাই স্মরণ করে। শুধু এটাই ভুল করেছে যে শ্রীকৃষ্ণকে গীতার ভগবান ভেবে নিয়েছে। বাবা বোঝাচ্ছেন আমি হলাম জ্ঞানের সাগর, শ্রীকৃষ্ণ নয় । এই বেহদের দুনিয়ার আদি থেকে অন্তের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি কেবল বাবাই জানেন যে, এই আত্মারা কীভাবে আসেন । মূলবতন, সূক্ষ্মবতন এবং এটা হল স্থূলবতন। এই চক্র কিভাবে আবর্তিত হয় সেই জ্ঞান আমি, নিরাকার বীজরূপ জ্ঞানসাগর ছাড়া আর কেউ শোনাতে পারবেনা। তারপর যখন ভক্তিমার্গ শুরু হয় তখন ভক্তরাই বসে বসে এইসব শাস্ত্র ইত্যাদি বানায়। এই শাস্ত্রগুলো তো আবার বানানো হবে। এইরকম নয় যে এগুলো বানানো বন্ধ হয়ে যাবে। ভারতের আসল আদি সনাতন ধর্ম হল দেবী-দেবতা ধর্ম। সত্যযুগের শুরুতে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। ভারতবাসী নিজের ধর্মকে ভুলে গেছে। যারা পবিত্র ছিল তারা এখন পতিত হয়ে গেছে, তাই ভগবান বলছেন আমি এসে তোমাদেরকে পতিত মানুষ থেকে পবিত্র দেবতা বানাই। তোমরাও জানো যে আমরা দেবতা হওয়ার জন্য পড়ছি। বাবা ছাড়া আর কেউ মানুষ থেকে দেবতা বানাতে পারেনা। কারণ এখানে তো সবাই পতিত ভ্রষ্টাচারী, তারা আবার কিভাবে শ্রেষ্ঠাচারী বানাবে। এটা হল পতিত আসুরী রাবণ রাজ্য। এখানে তোমাদের রাজত্ব নেই। রাম রাজ্য, রাবণ রাজ্যের গায়নও করা হয়। ভগবান এসে রাম রাজ্য স্থাপন করেন। এটা বলেও যে হে ভগবান, পুনরায় এসে গীতার জ্ঞান শোনাও। কৃষ্ণ তো শোনাবেনা। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারছ যে আমাদেরকে কোনো মানুষ পড়ায়না। মনুষ্য আত্মারা পড়ে আর নিরাকার ভগবান পড়ান। কি বানান? মানুষ থেকে দেবতা। এটা হল এইম অবজেক্ট (লক্ষ্য)। স্কুলে লক্ষ্য না থাকলে কেউ কি পড়বে। তোমাদের অর্থাৎ

বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা পুনরায় মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য এসেছি। যিনি পড়াচ্ছেন তাকেও পুরোপুরি জানতে হবে। ওঁনার নাম হল শিব। শারীরিক কোনো নাম তো নেই। অন্যান্যরা যারা পড়ায় তারা হল আত্মা, যারা নিজের নিজের শরীরের দ্বারা পড়ায়। প্রত্যেকেরই নিজের নিজের শরীর আছে। পরমপিতা পরমাত্মাই হলেন একমাত্র আত্মা যিনি বলেন আমার নিজের শরীর নেই। আমি এর আধার নিই। এই আত্মাও পড়ছেন, যিনি পয়লা নম্বর দেবতা হবেন। যে নতুন (আদি) মানুষ ছিল সেই এখন পুরাতন হয়ে গেছে। কৃষ্ণ হল সবচেয়ে প্রথম নতুন মানব। তারপর ৮৪ জন্মের পরে এসে ব্রহ্মা হয়েছে। ইনি নিজের জন্মকে জানেনা, তাই আমি বসে শোনাই। প্রথম জন্মে ইনি শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে পতিত হয়ে গেছে। এখন আমি একে আবার ব্রহ্মা বানিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বানাই। ঝাড়ের (কল্পবৃক্ষ) চিত্রতেও স্পষ্ট লেখা আছে। নীচে ব্রাহ্মণ রূপে তপস্যা করছে, উপরে ঐ ব্রহ্মাই পতিত দুনিয়াতে দাঁড়িয়ে আছে এবং এখানে সঙ্গমযুগে এখন তপস্যা করছে। এইরকম তোমরাও দেবতা ছিলে, তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে পতিত শূদ্র হয়ে গেছ। তোমরা এখন পুনরায় পবিত্র হচ্ছ। জানো যে পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা আমরা পবিত্র হচ্ছি। এর জন্য বাবা উপায় বলছেন যে আমাকে স্মরণ কর। আমাকে স্মরণ করলেই তোমরা পবিত্র হবে। কেবল সত্যযুগেই আত্মা এবং শরীর দুটোই পবিত্র হবে। এখানে সবাই পতিত শরীর পায়। সবথেকে খারাপ ভ্রষ্টাচার হল কাম বিকার। যাদের বিষ থেকে জন্ম হয় তাদের ভ্রষ্টাচারী বলা হয়। সত্যযুগে কেউ ভ্রষ্টাচারী হয়না। কারণ ওখানে বিষই নেই। কৃষ্ণকে সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলা হয়, তারপর নির্বিকারীই বিকারী হয়ে যায়। সত্য, ত্রেতাযুগে বিকারই থাকেনা তাই বাবা বলছেন এই ৫ ভূতের ওপর বিজয়ী হতে হবে। বাবাই বিকারী দুনিয়াকে নির্বিকারী বানান। কেউ কেউ আছে যাদের একদম ধারণা হয়না। ক্রোধের ভূত, লোভের ভূত, মোহের ভূত একদম বিশ্রী বানিয়ে দেয়। সবথেকে খারাপ হল কাম বিকার। এটা তখনই আসে যখন দেহ-অভিমান আসে। বাবা বলছেন নিজেকে আত্মা বোঝো। আত্মার মধ্যেই জ্ঞানের সংস্কার থাকে। এখন আত্মার জ্ঞানের সংস্কার সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে।

বাবা বলছেন আমাকে স্মরণ করো। মানুষ তো সাকারকেই স্মরণ করে। ভক্তিতে পড়ে আছে, গুরু গোঁসাই অথবা কোনো দেবতাকে স্মরণ করে। বদ্রীনাথ, অমরনাথে গেলে বসে বসে পাথরের পূজা করে । শিবের মন্দিরেও যায় কিন্তু এটা কেউ জানেনা যে ইনিই হলেন বাবা। এটাকে বলা হয় অন্ধশ্রদ্ধা। কেউ জানেই না যে বাবা কবে এসেছিলেন, কিভাবে এসেছিলেন। এখন তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে সব বোঝানো হচ্ছে। কিন্তু তোমাদের মধ্যেও খুব কম জনই আছে যারা ভাল বুদ্ধিমান, বিশ্বস্ত এবং বাধ্য - যাদের মধ্যে ভূতের প্রবেশ হয়না। যাদের মধ্যে ভূতের প্রবেশ হয় তারা খুব ঝামেলা করে। অনেক ডিসসার্ভিস করলে পদও অনেক নীচের মিলবে। পূণ্য আত্মা হওয়ার পরিবর্তে আরও পাপ আত্মা হয়ে যায়। এক তো দেহ-অভিমান আছেই, তার সাথে অন্যান্য বিকারও এসে যায়। লোভের ভূত এসে যায়। রাবড়ি, মালাই এইসব খেতে ইচ্ছে হয়। এইগুলো শুরু থেকেই চলে আসছে। এখন তো স্থিতিকে পরিপক্ক বানাতে হবে। লোভের ভূতও পদভ্রষ্ট করে দেয়। অর্ধেক কল্প ধরে এই ভূতেরা নাজেহাল করে দিয়েছে। যে বলে আমরা পূণ্য আত্মা হচ্ছি এবং অন্যকেও বানাচ্ছি সে নিজেই পাপ আত্মা হয়ে যায় আর অপরকেও বানানোর চেষ্টা করে। নাম বদনাম করে দেয়। যদি তোমাদের মধ্যেই ক্রোধের ভূত থাকে তাহলে তুমি অন্যের ভূত কিভাবে বের করবে। দেহ-অভিমানের কোনো উল্টো পাল্টা চলন দেখলে রিপোর্ট কর। ধর্মরাজের কাছে তো রেজিস্টার থাকে, পরে শাস্তি দেওয়ার সময় তোমাদের সব সাক্ষাতকার করানো হবে যে তুমি এইসব ভূতের বশে এসে

অনেকজনকে বিরক্ত করেছ। কোনো বাচ্চা ক্রোধের আগুনে জ্বলে মরে। আত্মা একেবারে কালো হয়ে যায়। *ডিসসার্ভিস করলে বাবা বুদ্ধির তালা বন্ধ করে দেন*। তার দ্বারা আর কোনো সেবা (সার্ভিস) হয়না। অন্তিম সময়ে যখন বাবা সব সাক্ষাৎকার করাবেন তখন খুবই মর্মাহত হবে। তাইজন্য বাচ্চারা এমন কোনো কাজ করো না । বাবা উপদেশ দিচ্ছেন যদি খারাপ চাল চলন হয়ে থাকে তাহলে রিপোর্ট করো। বাবা বুঝে যান যে দেহ-অভিমানের জন্য এ গিয়ে দাস দাসী হবে। প্রজাদের মধ্যেও কম পদ পাবে। বাবা তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে জ্ঞানের দ্বারা সুসজ্জিত করছেন। তবুও শোধরায় না। এই সময়েই পরমপিতা পরমাত্মা এসে জ্ঞানের দ্বারা সুসজ্জিত করে সত্যযুগের মহারাজা মহারানী বানান। এর জন্য অনেক সহনশীলতা থাকা প্রয়োজন। দেহের ওপরে খুব বেশী মোহ থাকা উচিত নয়। যোগবলের দ্বারা কর্ম করিয়ে নিতে হবে। বাবাও (ব্রহ্মা বাবা) তো বৃদ্ধ, কিন্তু যোগের ব্যাপারে সতর্ক। ওনার তো কাশির (cough) সমস্যা রয়েছে, তবুও সেবাতে লেগে থাকেন। বুদ্ধি দিয়ে কত সেবা করতে হয়। এতো বাচ্চাদেরকে সামলানো, অতিথিদের জন্য ব্যবস্থা করা - কত দায়িত্ব থাকে। চিন্তনও চলতে থাকে। যদি কোনো বাচ্চার খারাপ চলন হয়ে যায় তাহলে বদনাম করে দেবে। সবাই বলবে ব্রহ্মাকুমার কুমারী এইরকম! এতে তো ব্রহ্মারই বদনাম হল, তাই না। এইজন্য বলা হয় গুরুর নিন্দুক...। এটা আসলে সৎগুরুর জন্য। কিন্তু কলিযুগী গুরুরা এটাকে নিজেদের জন্য বলে দিয়েছে। তাই মানুষ তাদেরকে ভয় পায় যে অভিশাপ না দিয়ে দেয়। এখানে এইরকম কোনো ব্যাপার নেই। নিজের চলনের দ্বারা নিজেকেই অভিশপ্ত করে। বাচ্চাদেরকে নিজের ভবিষ্যতের খেয়াল রাখতে হবে। এখন পুরুষার্থ না করলে কল্প-কল্পান্তর এইরকমই হাল হবে। বাবা কত ভাল করে বোঝান তবুও কয়েকজন থাকে যারা খারাপ কাজ করা থেকে বিরতই হয় না । তারপর তারা ভেঙে পড়ে অথবা মরে গিয়ে নরকে গিয়ে পড়ে। পড়া ছেড়ে দেয়। কোনো কোনো বাচ্চা বেশ ভালো ভাবে চলতে থাকে। আবার কেউ ঈশ্বরীয় জন্ম নেওয়ার ৮-১০ বছর পরেও মরে যায় বা ত্যাগ করে চলে যায় । লৌকিক বাবাও বাধ্য সন্তানকে দেখে খুশি হয়। তবুও তো ক্রমানুসারে আছেই। কেউ কেউ সেন্টারেও ঝামেলা করে। বড় কাঁটা হয়ে যায়। ঘরের হয়ে যদি নিন্দা করতে থাকে তাহলে মহান পাপ আত্মা হয়ে যায়। তাই বাবা বোঝাতে থাকেন যে এখানে তোমরা এসেছ বাবার থেকে সুখের উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য, তাই সকল খামতি বের করে দিতে হবে। স্কুলে যেসব ছাত্ররা পাস করে তারা বাজি রাখে যে আমি ৮০% বা ৯০% নিয়ে পাস করব। তারপর যখন পাস করে যায় তখন খুশীতে একে অন্যকে তার (টেলিগ্রাম) করে। এটা হল বেহদের পড়া। সূর্যবংশী হবে, না চন্দ্রবংশী - সেটাও বোঝা যায়। *চন্দ্রবংশীরা যখন রাজা রানী হয় তখন সূর্যবংশীরা তাদের তুলনায় দ্বিতীয় নম্বরে চলে আসে। যখন রাম সীতার রাজত্ব চলে তখন লক্ষ্মী-নারায়ণ কনিষ্ঠ (junior) হয়ে যায়। সূর্যবংশী নামটাই হারিয়ে যায়*। এই জ্ঞান বড়ই চমৎকার। যে শ্রীমৎ অনুসারে চলবে তারই ভাল ধারণা হবে, সে উঁচু পদও পেতে পারবে। শিববাবার ভক্তিমার্গেও পার্ট আছে, জ্ঞানমার্গেও পার্ট আছে। শঙ্করের কেবল বিনাশের কর্তব্য, তার সম্বন্ধে আর কি বর্ণনা করবে। শিববাবা এবং ব্রহ্মাবাবার বিষয়ে তো অনেক বর্ণনা রয়েছে । ৮৪ চক্রতে সবথেকে প্রথমে বাবার পার্ট। তারা আবার শিব এবং শংকরকে মিলিয়ে দিয়েছে। শিববাবার তো সবথেকে উঁচু পার্ট। সকল বাচ্চাদেরকে খুশী করা কত পরিশ্রমের কাজ। তারপর তিনি বিশ্রাম করেন। এঁনার (ব্রহ্মা) তো ৮৪ জন্মের পার্ট আছে। ইসলামী, বৌদ্ধিরা অনেক পরে আসে। তারা কেউ অলরাউন্ড পার্ট প্লে করে না। যারা অলরাউন্ড পার্ট প্লে করে তাদের কত সুখ ! আমরাই স্বর্গের মালিক হয়ে যাই। ভারতকে স্বর্গ বলা হয়। কত খুশি হয়, আমরা আমাদের জন্য স্বর্গে রাজ্য স্থাপন করছি। অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে যাতে তারা এসে নিজের জীবন বানিয়ে নেয়।

তোমরা এসেছ পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। বুদ্ধিতে যদি সেই লক্ষ্যই না থাকে তাহলে এখানে বসে কি করবে। ব্রাহ্মণরা হল ব্রহ্মার মুখবংশাবলী। বেহদের বাবা বেহদের (অনেক) সন্তানকে দত্তক নেন। ব্রহ্মার সন্তান না হলে শিববাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে পারবেনা। ভারত শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, সেখানে কোনো ভূত ছিলনা। *যদি একটাও ভূত থাকে তাহলে ব্যভিচারী বলা হবে*। ভূত গুলোকে তো একেবারে তাড়াতে হবে। বাবাকে অনেকে লিখে পাঠায় - বাবা, কাম বিকারের ভূত এসেছিল কিন্তু বেঁচে গেছি। বাবা বাচ্চাদের বলেন তুফান তো অনেক আসবে কিন্তু কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কোনো বিকর্ম করো না, ভূত গুলোকে তাড়াও। নাহলে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী হতে পারবে না । ধ্যানে যাওয়াও ঠিক নয়। কারণ এতে অনেক মায়ার প্রবেশ হয়ে যায়। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনো বিকর্ম করা যাবে না । এমন কোনো চলন চলা উচিত নয় যার জন্য অনেকের অভিশাপ বেরিয়ে আসে। নিজের ভবিষ্যতের খেয়াল রেখে পূণ্য কর্ম করতে হবে।

২) অন্তরে যা কিছু খারাপ জিনিস আছে, দেহ-অভিমানের জন্য ভূত প্রবেশ করে আছে, সেইসব বের করে দিতে হবে। জ্ঞানের দ্বারা নিজেকে সুসজ্জিত করে সুযোগ্য সন্তান হতে হবে।

বরদান:- ব্রহ্মাবাবার ভালোবাসার বাস্তব প্রমাণ দিয়ে সুযোগ্য এবং সমান হও (ভব)।

তোমরা যদি বল যে ব্রহ্মাবাবার প্রতি আমাদের অনেক ভালোবাসা আছে, তাহলে ভালোবাসার লক্ষণ হল যার সাথে বাবার (ব্রহ্মা বাবার) ভালোবাসা রয়েছে তার প্রতি আমাদেরও ভালোবাসা হবে। যেকোনো কাজই কর - করার আগে, কথা বলার আগে, সংকল্প করার আগে চেক করো যে এটা কি ব্রহ্মাবাবার প্রিয় ? ব্রহ্মাবাবার এটাই মুখ্য বিশেষত্ব ছিল - যেটা ভেবেছিলেন সেটাই করেছিলেন, যেটা বলেছিলেন সেটাই করেছিলেন। বিরোধিতা (অপজিশন) থাকা সত্ত্বেও সর্বদা নিজের অবস্থানে (পজিশন) অনড় ছিলেন। তাই ভালোবাসার বাস্তব প্রমাণ দেওয়ার অর্থ বাবাকে অনুসরণ (ফলো ফাদার) করে সুযোগ্য এবং সমান হওয়া।

স্লোগান:- সৌভাগ্যশালী আত্মা সে-ই - যার সংকল্পের মধ্যেও দুঃখের ঢেউ আসেনা।